এআই দৌড়ে META-এর নতুন চাল: “জাক বাক্স” নিয়ে আলোচনায় প্রযুক্তি বিশ্ব



সংগৃহীত ছবি

এআই প্রযুক্তির বর্তমান প্রতিযোগিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মেটা প্ল্যাটফর্মসের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গের উচ্চবিনিয়োগ কৌশল “Zuck Bucks”। বিশ্বের শীর্ষ মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে এবং গবেষণা জোরদার করতে মেটা এই কৌশলের আওতায় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। এমনকি তারা কোনো কোনো গবেষককে ১০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সাইনিং বোনাসের প্রস্তাব দিচ্ছে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ মেটার পুনরায় এআই নেতৃত্বে ফিরতে সহায়ক হতে পারে।

মেটা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ডেটা লেবেলিং স্টার্টআপ “Scale AI”-তে প্রায় ১৪.৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী আলেকজান্ডার ওয়াং এখন মেটার “সুপারইন্টেলিজেন্স” ইউনিটের সঙ্গে কাজ করছেন। পাশাপাশি, ওপেনএআই-এর সাবেক সহপ্রতিষ্ঠাতা ইলিয়া সুতস্কেভারের নতুন প্রতিষ্ঠান Safe Superintelligence (SSI) অধিগ্রহণে মেটা চেষ্টা চালালেও তা সফল হয়নি। তবে SSI-এর অন্য দুই সহপ্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল গ্রস ও ন্যাট ফ্রিডম্যানকে মেটায় যুক্ত করতে আলোচনা চলছে।

তবে এই আক্রমণাত্মক কৌশলের পাশাপাশি মেটার সামনে রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জও। তাদের নিজস্ব তৈরি ওপেন সোর্স লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল “LLaMA 4” প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করেনি। এর ফলে চীনা প্রতিযোগী DeepSeek-এর মতো মডেল বাজারে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে। এ ছাড়া মেটার চিফ এআই বিজ্ঞানী ইয়ান লেকুন এখনও LLM-নির্ভর গবেষণার দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান, যা মেটার অভ্যন্তরীণ গবেষণা দলে মতবিরোধ সৃষ্টি করছে।

গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মেধা দখলের প্রতিযোগিতা নতুন কিছু নয়, তবে মেটার মতো টেকজায়ান্ট যখন এভাবে বিপুল অর্থের মাধ্যমে প্রতিভাবান গবেষকদের নিজেদের দিকে টানতে চায়, তখন তা পুরো শিল্পখাতে প্রভাব ফেলে। ওপেনএআই-এর গবেষক নোয়াম ব্রাউন বলেন, “এত বড় অঙ্কের প্রস্তাব গবেষকদের মানসিকভাবে নাড়া দেয়—তারা সহজেই নড়ে চড়ে বসে।”

মেটার এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে শুধু প্রযুক্তি নয়, মেধা ও কৌশলই এখন মূল হাতিয়ার। মার্ক জাকারবার্গ “Zuck Bucks”-এর মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন—গবেষণা এবং প্রতিভার উপর বিনিয়োগ করেই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে এই পথ যে সহজ হবে না, তা বলাই বাহুল্য।